[2021] 9 এস. সি. আর. 469

মিরজা আইকবাল @গোলু এবং একজন।

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও একজন।

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1628)

14ই ডিসেম্বর, 2021

[আর. সুভাষ রেড্ডি এবং হৃষিকেশ রয়, জেজে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 - s.482-বিবাহিত মহিলার মৃত্যু-বৈবাহিক বিবাদ-পরিবারের বিরুদ্ধে টাকের অভিযোগ স্বামীর সদস্যরা-2য় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগ, স্বামীর বাবা মৃত বিবাহিত মহিলা অভিযোগ করেন যে, মৃত ব্যক্তির স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে মারধর করে, গলায় ফাঁসি দিয়ে তাকে হত্যা করে এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়-প্রথম আপিলকারী (মৃত ব্যক্তির শ্যালক) এবং দ্বিতীয় আপিলকারী (মৃত ব্যক্তির শাশুড়ি) সহ সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগযুক্ত অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। 498 - আইপিসির এ, 323,504,506,304-বি এবং ডি এস। 3 & 4 যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, 1961-এর বিধানঃ অস্পষ্ট ছাড়া এবং আপিলকারীদের বিরুদ্ধে টাকাপয়সা অভিযোগ, অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আপিলকারীদের জড়িত থাকার কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি-তাদের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার জন্য উপযুক্ত মামলা আপিলকারীরা-আইপিসি-এসএস। 498 - এ, 323,504,506 এবং 304-বি-যৌতুক ই নিষিদ্ধকরণ আইন, 1961-এস. এস। 3 & 4 - আদালতের অপব্যবহার।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত বলা হয় 1.1 . আপিলকারীরা হলেন মৃত ব্যক্তির যথাক্রমে শ্যালক ও শাশুড়ি। 2য় উত্তরদাতার (মৃত ব্যক্তির বাবা) দায়ের করা অভিযোগের একটি পর্যালোচনা, এফ অনুসারে যা একটি অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছিল, কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেয় না। আপিলকারীদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে অভিযোগ। এমনকি পুলিশ কর্তৃক রেকর্ড করা দ্বিতীয় উত্তরদাতার বিবৃতিতে এবং Cr.P.C-এর 173 (2) ধারার অধীনে দায়ের করা চূড়ান্ত প্রতিবেদনেও সর্বজনীন এবং অস্পষ্ট অভিযোগ ব্যতীত কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের সাথে তাদের সম্পৃক্ততাদেখানোর জন্য। [অনুচ্ছেদ 11] [473-সি-ডি, ই-জি] । 1.2 . আপিলকারীদের মামলা এবং রেকর্ডে রাখা উপাদানগুলি বিবেচনা করে, এই আদালত বিবেচিত মতামতের বিষয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট এবং টাকাপয়সা অভিযোগ ছাড়া, অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আবেদনকারীদের জড়িত থাকার কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। কার্যধারা বাতিল করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা। [অনুচ্ছেদ 12] [475-ই-এফ] গীতা মেহরোত্রা এবং আন্র। ভি। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং আন্র। , (2012) 10 এস. সি. সি 741 [2012] 9 এস. সি. আর 641 - নির্ভর করে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2012] 9 এসসিআর 641 নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ ।।
ফৌজদারি আবেদনের বিচারঃ ফৌজদারি আপিল

2021 সালের No.1628। হাইকোর্টের 10.12.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে সিআরএল-এ এলাহাবাদের বিচার বিভাগ। বিবিধ। 2018 সালের ধারা 482 No.44475-এর অধীনে আবেদন।

শ্রীমতি বিভা দত্ত মাখিজা, সিনিয়র অ্যাড. , ফুজেল আহমেদ আইয়ুবি, প্রবীণ

গৌর, করণ মামগেইন, মিসেস শায়া খান্না, ইবাদত মুশতাক, মিসেস আকাঙ্ক্ষা রাই, অ্যাড. আবেদনকারীদের জন্য।

সহদেব সিং, শ্রীমতী অলকা সিনহা, অনুব্রত শর্মা, মহম্মদ। আসাদ খান, শশাঙ্ক সিং, ডাঃ অনিল কুমার গুপ্ত, অনুপম চৌধুরী, ই দানিশ জুবায়ের খান, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন আর সুভাষ রেড্ডি, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই ফৌজদারি আপিলটি তারিখের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ করা হয়েছে 10.12.2018 2018 সালের আবেদন No.44475-এ এলাহাবাদের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার দ্বারা পাস করা হয়েছে।

1 3. 2018 সালের চার্জশিট No.01 বাতিল করার জন্য Cr.P.C-এর 482 ধারার অধীনে উচ্চ আদালতে উপরোক্ত আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল। তারিখ 12.10.2018 এবং প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ, দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য 22.10.2018 তারিখের আদেশের মাধ্যমে মামলাটি বিবেচনা করে আইপিসির 498-এ, 323,504,506,304-বি ধারা এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, 1961 (ডি. পি. আইন)-এর 3 ও 4 ধারার অধীনে অপরাধের ক্ষেত্No.0136
2018 সালের পি. এস-এর ফাইলে নিবন্ধিত-কোতোয়ালি, জেলা গোরক্ষপুর।

। [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

4. 2য় উত্তরদাতা-অভিযোগকারী শ্রী নিসার উল্লা মৃত এ-এর বাবা রুশদা নিসার 25.07.2018 এ একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। 09: 31 গোরক্ষপুর জেলার কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশনে তাঁর ছোট মেয়ে রুশদা নিসার মির্জা ইসমাইল বেগ ওরফে-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমির পুত্র জাকি উল্লাহর পুত্র মহল্লা-25.12.2015-এ গোরক্ষপুর জেলার মুফতিপুর। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বি মির্জা ইসমাইল বেগ ওরফে আমির (স্বামী), শ্যালক (দেবর) মির্জা ইকবাল ওরফে গোলু (1ম আপিলকারী), শ্যালিকা (নানাদ) হিফজা ওরফে চিঙ্কি এবং শাশুড়ি (সাস) সামি (2য় আপিলকারী) ক্রমাগত একটি চার চাকার গাড়ি এবং 5 লক্ষ টাকা দাবি করতেন। 10,00,000 / - যৌতুক হিসাবে নগদ। অভিযোগ, দাবি পূরণ না হওয়ায় তাঁরা তাঁর মেয়েকে মারধর করতেন এবং মেরে ফেলার হুমকি দিতেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ঘটনার তারিখের দশ দিন আগে, সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর মেয়েকে মারাত্মকভাবে মারধর করেছিল এবং নগদ টাকা ও গাড়ির যৌতুকের দাবি পূরণ না হলে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে, সে তার ব্যবসায়িক উপার্জন থেকে নগদ টাকাও দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও, অভিযুক্ত ডি গাড়ির দাবিতে অনড় ছিল। রাত 8টার দিকে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে তার মেয়েকে মারধর করে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে এবং তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে তিনি সুরাট থেকে তাঁর ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মেয়েকে এমন অবস্থায় দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যখন পরিস্থিতি সামান্য স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং অভিযুক্ত ই-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, এখানে আপিলকারসহ সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যারা হলেন আইপিসির 498-এ, 323,504,506,304-বি এবং ডি. পি আইনের 3 ও 4 ধারায় অভিযুক্ত অপরাধের জন্য মৃত ব্যক্তির শ্যালক ও শাশুড়ি।

5. আপিলকারীরা যখন উচ্চ আদালতে মামলা বাতিলের আবেদন দাখিল করেন, তখন আপিলকারীদের নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের জন্য আবেদন করার নির্দেশ দিয়ে তা নিষ্পত্তি করা হয় এবং আইন অনুসারে তা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

6. অভিযোগ অনুসারে, অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং জি নিবন্ধনের পরে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল এবং অভিযোগটি সম্পূর্ণ করার পরে তদন্ত, চূড়ান্ত প্রতিবেদন 12.10.2018-এ দাখিল করা হয়েছিল এবং 22.10.2018 তারিখের আদেশ দ্বারা জ্ঞানী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এটি বিবেচনা করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

7. আমরা শুনেছি শ্রীমতি বিভা দত্ত মাখিজা, বিদ্বান সিনিয়র আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সাহদেব সিং এবং মহম্মদ। আসাদ খান, উত্তরদাতার আইনজীবী নং। 2 / অভিযোগকারী।

8. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবীযুক্তি দিয়েছিলেন যে এখানে প্রথম আপিলকারী, মৃত ব্যক্তির শ্যালক খলিলাবাদের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করছেন। ঘটনার তারিখে অর্থাৎ 24.07.2018-এ তিনি ডিউটিতে ছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে তিনি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে তার চাকরির পরিপ্রেক্ষিতে খলিলাবাদে থাকেন এবং তার মা-2য় আপিলকারী শামীমা বানো ওরফে সাম্মিও 2017 সাল থেকে খলিলাবাদে তার সাথে বসবাস করছেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে এমনকি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, সি খালিলাবাদ থেকে 40 কিলোমিটার দূরে গোরক্ষপুরে রাত প্রায় 8 টায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার দিন তিনি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ডিউটিতে ছিলেন এবং 9 টায় শাখায় প্রবেশ করেনঃ 49 সকাল 6টায় বের হয়ে আসেঃ 25 পি. এম তা সত্ত্বেও, অস্পষ্ট এবং টাকের অভিযোগের ভিত্তিতে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই মামলা করার চেষ্টা করা হয়। অভিযোগ অথবা চার্জশিটে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তদন্তের মুলতুবি থাকার সময়, আবেদনকারী গোরক্ষপুর জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপারের কাছে হলফনামা দাখিল করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে তিনি ঘটনার তারিখে ব্যাঙ্কে ছিলেন এবং তাঁর মোবাইল নম্বরের কলের বিবরণ এবং ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত করার অনুরোধ করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে তার শ্যালিকা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি ই মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন এবং তার জন্য চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে কোনও তদন্ত ছাড়াই আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা এই ধরনের হলফনামা সত্ত্বেও, একটি নৈমিত্তিক এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট এবং সর্বজনীন অভিযোগ সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে এফ তাদের সক্রিয় জড়িততা প্রকাশ করে, শিক্ষিত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মিত এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার গ্রহণ করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে যেহেতু আপিলকারী/অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও উপাদান বা কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই এবং যদি তাদের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে আপিলের অনুমতি দিয়ে কার্যধারা বাতিল করার জন্য এটি স্পষ্টতই একটি উপযুক্ত মামলা।

9. অন্যদিকে, 1ম উত্তরদাতা-রাজ্য এবং 2য় উত্তরদাতা-অভিযোগকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে, অভিযোগের পাশাপাশি নামগুলির নির্দিষ্ট উল্লেখের পরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিট, এই পর্যায়ে কার্যধারা বাতিল করার মামলা নয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে আপিলকারীদের বিচারে তাদের নির্দোষতা প্রমাণ করতে হবে।

। [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

অভিযোগ করা হয় যে সমস্ত অভিযুক্ত যৌতুকের জন্য 50 হাজার টাকা দাবি করছিল। 10,00,000 / এ-এবং মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি গাড়ি এবং 24.07.2018-এ একটি সাধারণ

ইচ্ছাকৃতভাবে, তারা সকলেই মৃত ব্যক্তিকে আহত করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে। এটি জমা দেওয়া হয় যে যেহেতু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়েছে, তাই কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি নেই। উপরন্তু, এটি জমা দেওয়া হয় যে বি-এর শ্যালিকার দায়ের করা বাতিল আবেদনট এই আদালত 15.04.2019 তারিখের আদেশের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছে।

10. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কথা শোনার পর, আমরা সতর্কতার সঙ্গে বিতর্কিত আদেশ, নথিতে রাখা অন্যান্য উপাদান এবং ।ম উত্তরদাতা-রাজ্যের পাশাপাশি 2য় উত্তরদাতা-অভিযোগকারীর পক্ষে দায়ের করা পাল্টা হলফনামা পর্যবেক্ষণ করেছি।

11. আপিলকারীরা হলেন শ্যালক ও শাশুড়ি। মৃতদের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগ, যার ভিত্তিতে একটি অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তা পর্যালোচনায় আপিলকারীদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নির্দেশ করা হয় না। এটি প্রথম আপিলকারীর নির্দিষ্ট মামলা যে তিনি গোরক্ষপুর থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার দূরে খলিলাবাদ শাখায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করছিলেন। কথিত ঘটনাটি 24.07.2018-এ রাত 8টার দিকে ঘটে। যখন তদন্ত মুলতুবি ছিল, তখন প্রথম আপিলকারী তার কর্মসংস্থানের বিবরণ দিয়ে 08.08.2018-এ সিনিয়র পুলিশ সুপারের কাছে হলফনামা দাখিল করেছেন এবং বলেছেন যে তাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। এটি তাঁর নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে প্রাসঙ্গিক সময়ে তিনি আই. সি. আই. সি. আই. ই ব্যাঙ্ক, খলিলাবাদ শাখা, গোরক্ষপুরে কাজ করছিলেন এবং তাঁর মাও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। শাখা ব্যবস্থাপক শাখায় তাঁর উপস্থিতিকে সমর্থন করেছেন, 09-এ সময় দেখিয়েঃ 49 সকাল এবং বাইরে-সময় 06ঃ 25 পি. এম এমনকি পুলিশ কর্তৃক রেকর্ড করা দ্বিতীয় উত্তরদাতার বিবৃতিতে এবং Cr.P.C-এর 173 (2) ধারার অধীনে দায়ের করা চূড়ান্ত প্রতিবেদনেও, সর্বজনীন এবং অস্পষ্ট অভিযোগ ব্যতীত, অভিযুক্ত অপরাধের সাথে জড়িত থাকার জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। এই আদালত বারবার স্বামীদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক বিরোধে নৈমিত্তিক উল্লেখ করে অভিযুক্ত করার বিষয়টি লক্ষ্য করেছে। আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী, তাঁর মামলার সমর্থনে, গীতা মেহরোত্রা এবং আনরের ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। ভি। উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আনরা. ।. উপরোক্ত মামলায়, এই আদালত একইভাবে

পরিস্থিতি, স্বামীর পরিবারের সদস্যদের নৈমিত্তিক উল্লেখ করে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ করে কার্যধারা বাতিল করেছে। একই রায়ে বলা হয়েছে যে,

। (2012)-এর একটি বড় সংখ্যা 10 এস. সি. সি 741।

পরিবারের কোনও সদস্যকে এফ. আই. আর-এ তাদের নাম উল্লেখ করে দেখানো হয় এবং বিষয়বস্তুতে তাদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রকাশ করা হয় না, যেমন, তাদের বিরুদ্ধে বিষয়টি বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মামলাগুলির বিচার গ্রহণের ফলে বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হয়। এই মামলার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ।8 এবং 25 নিম্নরূপঃ

[(2005) 3 এসসিসি 507: 2005 এস. সি. সি (সি. আর. আই) 735] এই বলে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে অভিযোগকারীর দ্বারা শ্যালিকার বিরুদ্ধে করা টাকের অভিযোগগুলি তথ্যদাতার উদ্বেগের ইঙ্গিত দেয় স্বামীর আত্মীয়দের যতটা সম্ভব টেনে আনুন। এটি বলা হয়েছিল যে এফআইআর বা চার্জশিট কোনওটিই ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযুক্ত অপরাধগুলি বিবেচনা করার জন্য আইনি ভিত্তি সরবরাহ করে না। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে। বিদ্বান বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, এফআইআর-এর অভিযোগ এবং চার্জশিটের বিষয়বস্তু দেখে অভিযোগকারীর স্বামীর বিবাহিত বোনের বিরুদ্ধে আইপিসি-র 498-এ, 406 ধারা এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের 4 ধারার অধীনে কোনও অভিযোগ করা হয়নি, যিনি অবিসংবাদিতভাবে অভিযোগকারীর স্বামীর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন না। সুপ্রিম কোর্টের তাদের কর্তারা এই রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছিলেন যে, হাইকোর্টের উচিত ছিল না শ্যালিকাকে বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় নামিয়ে দেওয়া। তদনুসারে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করা হয় এবং আপিল অনুমোদিত হয়।

25. যাইহোক, আমরা সতর্কতার মাধ্যমে এটি যুক্ত করা উপযুক্ত বলে মনে করি যে আমাদের ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে না যাতে অনুমান করা যায় যে কোনও নির্দিষ্ট মামলায় এফআইআরে নাম থাকা পরিবারের সদস্যদের জড়িত থাকার ইঙ্গিত করে প্রকাশ্য কাজের অভিযোগ থাকলেও, স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অযৌক্তিক হলেও আমরা যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই তা হল, যদি এফআইআরটি সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিশেষত বৈবাহিক দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত কোনও বিষয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রকাশ না করে, তবে এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্তকে যান্ত্রিকভাবে বিচারের জন্য পাঠানো আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়ার স্পষ্ট অপব্যবহার হবে, যদি না অবশ্যই এফআইআর নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রকাশ করে যা আদালতকে প্রধান অভিযুক্তের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের বিচার নিতে প্ররোচিত করবে, যারা প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সাথে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়নি। উল্লেখ করার মতো খুব বেশি ক্ষেত্রে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি, যে

মিরজা আইকবাল @গোলু। ভি। উত্তর প্রদেশ রাজ্য । [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

যদি এফ. আই. আর কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ না করে, তবে 'ক' আদালত আইনের অপব্যবহার রোধ করার কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে। একই সঙ্গে, আদালতগুলি বাতিল করার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষত বৈবাহিক বিরোধের ক্ষেত্রে, এফআইআর প্রকৃতপক্ষে প্রধান অভিযুক্তের আত্মীয়দের দ্বারা কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে বা এফআইআর বি প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারীর অনুরোধে অভিযুক্তের পুরো পরিবারকে জড়িত করে অতিরিক্ত অভিযোগের মামলা প্রকাশ করে, যিনি তার নতুন বৈবাহিক পরিবেশে বসতি স্থাপনের সময় পারিবারিক কলহের প্রাথমিক সমস্যা বা সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত তার স্কোর নিষ্পত্তি করতে বেরিয়েছেন। "

12. 2য় উত্তরদাতার দায়ের করা অভিযোগের পর্যালোচনা থেকে এবং Cr.P.C-এর 173 (2) ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে, আমরা মনে করি যে উপরোক্ত রায় আপিলকারীদের মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এমনকি এর পক্ষে দায়ের করা পাল্টা হলফনামাতেও উত্তরদাতা নং। । এবং 2, এটি বিতর্কিত নয় যে প্রথম আবেদনকারী খলিলাবাদ শাখায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে কাজ করছিলেন, তবে কেবল বলেছিলেন যে রাত 8 টার মধ্যে গোরক্ষপুরে পৌঁছানোর একটি ডি সম্ভাবনা ছিল। যদিও আঘাতের অভিযোগ রয়েছে, তবে ময়নাতদন্তের শংসাপত্রে অন্য কোনও বাহ্যিক আঘাত লক্ষ্য করা যায়নি, শুধুমাত্র একটি প্রাক-ময়নাতদন্তের আঘাত অর্থাৎ ঘাড়ের চারপাশে লিগচার চিহ্ন ছাড়া, এবং মৃত্যুর কারণ শ্বাসকষ্ট হিসাবে দেখানো হয়েছে। আপিলকারীদের মামলা এবং ই রেকর্ডে রাখা উপাদানগুলি বিবেচনা করে, আমরা বিবেচনা করি যে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট এবং টাকাপয়সা অভিযোগ ব্যতীত, অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তাদের বিচারের জন্য আপিলকারীদের জড়িত থাকার কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। গীতা মেহরোত্রা ও আনরের মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে '। , যা আপিলকারীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য, আমরা মনে করি যে কার্যধারা বাতিল করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামফ

13। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এই আপিল অনুমোদিত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক 2018 সালের অ্যাপ্লিকেশন No.44475-এ পাস করা 10.12.2018 তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, চার্জশিট নং 01 2018 সালের এফ. আই. আর <আই. ডি. 2>-এ দাখিল করা তারিখ <আই. ডি. 1>। কোটওয়ালি, জেলা গোরক্ষপুর আইপিসির 498-এ, 323, জি 504,506,304-বি এবং ডি. পি. আইনের 3 ও 4 ধারার অধীনে অপরাধের জন্য এবং গোরক্ষপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত 22.10.2018 তারিখের ফলস্বরূপ আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen